নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর সমাপ্ত ইনোভেশন, পাইলটিং ইনোভেশন ও ইনোভেশন আইডিয়াসমূহ নিম্নরূপঃ

| ক্রমিক নং | ইনোভেশন আইডিয়া | ইনোভেশনের পূর্বে | ইনোভেশনের পরে | বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| ১। | নামঃ আনুতোষিক সেবা প্রদান সহজীকরণ।<br>বিস্তারিতঃ চাকুরি থেকে অবসরে যাওয়ার সময় আনুতোষিক পাওয়ার ক্ষেত্রে অফিসের চাহিদামোতাবেক কাগজপত্র জমা না দেয়ার ফলে বিভিন্ন রকম বিড়ম্বনা ও অনেক সময় ব্যয় হয়। এই সমস্যার একটি উল্লেখযোগ্য কারন হলো, আনুতোষিকের জন্য কি কি কাগজপত্র জমা দিতে হবে তাঁর কোন তালিকা অফিস থেকে সরবরাহ না করা এবং চাকুরীজীবীদেরও সে সম্পর্কে ধারণা না থাকা। খুব সহজেই এই সমস্যাটির সমাধান করা যায়। অফিস থেকে একটি তালিকা করে অবসরে যাওয়া কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সরবরাহ করলেই এর সমাধান করা সম্ভব। এমনকি নগই-র ওয়েবসাইটে এই তালিকাটি প্রকাশ করলে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী আরও সহজে তা পেয়ে যাবে। এছাড়াও বিভিন্ন বিভাগ থেকে অনাপত্তিপত্র নিতে হয়। এসব অনাপত্তিপত্র যদি কর্মকর্তা/কর্মচারীরা অবসরের কিছুদিন আগেই নির্ধারিত ফরমে নিয়ে রাখেন তাহলে অবসরে যাওয়ার সময় এই ধাপটিও বাতিল করা যায়। | সময়ঃ ৫ দিন<br>মূল্যঃ ৬০০ টাকা<br>ভিজিটঃ ৫ বার | সময়ঃ ২ দিন<br>মূল্যঃ ৪০০ টাকা<br>ভিজিটঃ ২ বার | নগই-র ৫জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে তাঁদের ইনোভেশনটি আইডিয়াটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কমিটি ইতিমধ্যেই আনুতোষিক দেয়ার জন্য সরকার নির্ধারিত ডকুমেন্টসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করে নগই-র ওয়েবসাইটে ও নোটিশবোর্ডে প্রকাশ করেছে। উপরন্তু কেউ চাইলে প্রশাসন বা হিসাব শাখা থেকেও উক্ত তালিকা সংগ্রহ করতে পারে। |
| ২। | নামঃ Simplification of Testing Report and e-communication.<br>বিস্তারিতঃ নগই-তে সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রকল্পের মৃত্তিকা, নির্মান সামগ্রী, পলল ও পানি-র নমুনা পরীক্ষণ সম্পর্কিত কার্যক্রমে পরীক্ষণ রিপোর্ট ও গ্রাহকের সাথে যোগাযোগ ম্যানুয়ালি করা হয়। এর ফলে রিপোর্ট প্রস্তুতকরণে এবং গ্রাহক যোগাযোগে সময় বেশি ব্যয় হয়। এক্ষেত্রে রিপোর্ট প্রস্তুতকরণে ম্যানুয়াল এরর হওয়ার সম্ভাবনাও অনেক বেশি থাকে। একটি সহজ ডাটা এনালাইসিস ফরমেটে এনালাইসিস সফটওয়্যার থাকলে এসব এরর সহজেই কমিয়ে আনা সম্ভব। এছাড়া পরীক্ষণ ও রিপোর্ট এর কাজ কতটুকু এগোলো তা গ্রাহককে জানানোর জন্য একটি ড্যাশবোর্ড তৈরী করলে গ্রাহক নগই-তে না এসেই সরাসরি নগই-র ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে পরীক্ষণের বর্তমান অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে পারবে। এতে করে গ্রাহকের নগই ভিজিট কমবে। | সময়ঃ ৩০ দিন<br>মূল্যঃ<br>ভিজিটঃ ৫ বার<br>প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিঃ ম্যানুয়াল অংকনের জন্য ট্রেসিং পেপার, ট্রেসিং কলম, প্রভৃতি। | সময়ঃ ২২ দিন<br>মূল্যঃ<br>ভিজিটঃ ৩ বার<br>প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিঃ নগই-র নিজস্ব সার্ভার ও প্রোগ্রামিং এর সফটওয়্যার। | নগই-র ৫জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে তাঁদের ইনোভেশনটি আইডিয়াটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কমিটি প্রাথমিকভাবে রিপোর্ট সহজীকরনের ফরমেট এর উপর কাজ করছে এবং ড্যাশবোর্ড তৈরির জন্য অন্যান্য অফিস যেখানে ড্যাশবোর্ড রয়েছে তাঁদের সাথে আলোচনা করছে। |
| ৩। | নামঃ E-Store Management<br>বিস্তারিতঃ নগই-র ক্রয়কৃত সকল মালামাল স্টোরে লিপিবদ্ধ হয় এবং | সময়ঃ ৩ ঘন্টা<br>মূল্যঃ | সময়ঃ ১.৫ ঘন্টা<br>মূল্যঃ | নগই-র ৫জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে তাঁদের |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | কর্মকর্তাদের চাহিদা মোতাবেক স্টোর থেকে উত্তোলন ও বিতরণ করা হয়। এই কর্মকান্ডে স্টোরে কি কি মালামাল আছে তা জানতে পাওয়া যায় না এবং এর ফলে স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে শুধুমাত্র পছন্দের কর্মকর্তা/কর্মচারীকে তাঁর চাহিদা মত মালামাল সরবরাহ করার সম্ভাবনা থেকে যায়। একটি চাহিদা পত্র স্টোরে পাঠানোর পর অনেকগুলো ধাপ অনুসরন করে মালামাল পেতে সময় বেশি লাগে। এই দেরীর ফলে মালামালের গুণগত মান রক্ষা করা অনেকসময় সম্ভব হয়না। | ভিজিটঃ ৩-৪ বার<br>প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিঃ রিকুইজিশন রেজিস্টার, প্রতি কর্মকর্তার জন্য ইনডেন্ট বুক, প্রভৃতি। | ভিজিটঃ ১ বার/ না গেলেও চলবে<br>প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিঃ নগই-র সার্ভার ও E-Store Management সফটওয়্যার। | ইনোভেশনটি আইডিয়াটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কমিটি আইসিটি বিভাগের সাথে আলোচনা করে ই-স্টোর ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে তৈরির সম্ভাব্যতা খতিয়ে দেখছে। অপরদিকে খরচ বাঁচানোর জন্য নিজেদের জনবল দিয়ে সফটওয়্যারটি তৈরি করা যায় কিনা তাও খতিয়ে দেখছে। |
| ৪। | নামঃ Automated data acquisition system in physical modelling at RRI<br>বিস্তারিতঃ নগই-তে স্ট্যাডিকৃত ভৌত মডেলসমূহে মডেল চলাকালীন সময়ে সময়ে বিভিন্ন রকমের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হয় এবং সেই সব তথ্য-উপাত্ত বিচার বিশ্লেষণ করে পরবর্তীতে মডেলসমূহের রিপোর্ট প্রস্তুত করে গ্রাহককে প্রদান করা হয়। এই কার্য সম্পাদনের জন্য নগই-র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সমন্বয়ে গঠিত টিম বিভিন্ন যন্ত্রপাতি যেমন সেমি অটোমেটেড কারেন্টমিটার, ম্যানুয়াল শার্প উইয়্যার, ম্যানুয়াল পয়েন্ট গেজ, ম্যানুয়াল লেভেলিং স্কেল, সম্পূর্ণ ম্যানুয়াল সেডিমেন্ট ফিডিং এবং ফ্লো লাইন অবজারভেশন করে থাকে। উক্ত কাজসমূহ ম্যানুয়ালি করার ফলে এরর এর সম্ভাবনা থাকে এবং পরবর্তীতে ডাটা প্রসেস করতে অনেক বেশি সময় ব্যয় হয়। উক্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে একই সাথে অনেক বেশি শ্রমিকও নিয়োগ দিতে হয়, ফলে মডেল স্ট্যাডির খরচ বেড়ে যায় বহুলাংশে। সম্পূর্ণ অটোমেটেড যন্ত্রপাতি যথাঃ ADCP, ফ্লো লাইন ট্রেকার, ইকো সাউন্ডার, 3D বেড প্রোফাইলার, অটোমেটিক সেডিমেন্ট ফিডার স্থাপনের মাধ্যমে মডেলের কার্যসমূহ খুব সহজে ও দ্রুত সম্পাদন করা সম্ভব। উপরন্তু এসব যন্ত্রপাতি চালনার ফলে নগই-র কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতাও বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। | সময়ঃ ৫০-৬০ দিন<br>মূল্যঃ<br>ভিজিটঃ ৭-৮ বার<br>প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিঃ সেমি অটোমেটেড কারেন্টমিটার, ম্যানুয়াল শার্প উইয়্যার, ম্যানুয়াল পয়েন্ট গেজ, ম্যানুয়াল লেভেলিং স্কেল, সম্পূর্ণ ম্যানুয়াল সেডিমেন্ট ফিডিং এবং সম্পূর্ণ ম্যানুয়াল ফ্লো লাইন অবজারভেশন। | সময়ঃ ৩০-৩৫ দিন<br>মূল্যঃ<br>ভিজিটঃ ৪-৫ বার<br>প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিঃ ADCP, ফ্লো লাইন ট্রেকার, ইকো সাউন্ডার, 3D বেড প্রোফাইলার, অটোমেটিক সেডিমেন্ট ফিডার। | নগই-র ৫জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে তাঁদের ইনোভেশনটি আইডিয়াটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। নগই-তে একটি উন্নয়ন প্রকল্প “IDCB-2” এর আওতায় বেশ কিছু যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হবে। তন্মধ্যে ADCP, ইকো সাউন্ডার, 3D বেড প্রোফাইলার, প্রভৃতি যন্ত্রপাতি রয়েছে। ইতিমধ্যেই এসব যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ইজিপি দরপত্রের মাধ্যমে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে এবং অতি শীঘ্রই যন্ত্রপাতিগুলি নগই-তে পৌঁছে যাবে। বাকি যন্ত্রগুলি ক্রয়ের প্রাথমিক সম্ভাব্যতা যাচাই চলছে। |
| ৫। | নামঃ Simplified advisory services to support the hydraulic design of bridge<br>বিস্তারিতঃ নগই-র বিভিন্ন ভৌত মডেল-এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যেসব | সময়ঃ ১৬৫ দিন<br>মূল্যঃ<br>ভিজিটঃ | সময়ঃ ১০০ দিন<br>মূল্যঃ<br>ভিজিটঃ | নগই-র ৫জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে তাঁদের ইনোভেশনটি আইডিয়াটি |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | কাজ থাকে তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো যে নদীর উপর মডেল করা হবে তাঁর তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা। এই কাজের জন্য পিপিআর মেনে একটি ক্রয় পদ্ধতি ব্যবহার করে সার্ভে কাজ সম্পন্ন করতে হয়। অনেক সময় সার্ভে করানোর জন্য ফান্ড যথাসময়ে পাওয়া যায় না এবং ক্রয় পদ্ধতির কারণে অনেক সময় ব্যয় হয়। বাইরের প্রতিষ্ঠান থেকে সার্ভে করালে সময়মত সার্ভে শেষ হয়না। অনেক সময় RFQ বা OTM এর মাধ্যমে সার্ভে করাতে হয়। RFQ এর বছরে নির্ধারিত সীমা আছে, ফলে সবসময় তা করা যায় না। OTM এ অনেক সময় লাগে। ফলে কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়না। নগই-র একটি সার্ভে টিম এবং প্রয়োজনীয় সার্ভে যন্ত্রপাতি থাকলে নিজেরাই খুব দ্রুত সার্ভে কাজ সম্পন্ন করে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে মূল মডেল কাজ শুরু করা যায়। এতে নগই-র কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা এবং নগই-র প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে এবং নগই অন্য প্রতিষ্ঠানের জন্য কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করতে পারবে এবং আয় বৃদ্ধি করতে পারবে। | যন্ত্রপাতিঃ আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে সার্ভে যন্ত্রপাতি ভাড়া। | যন্ত্রপাতিঃ সার্ভে যন্ত্রপাতি। | বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। নগই-তে একটি উন্নয়ন প্রকল্প “IDCB-2” এর আওতায় বেশ কিছু যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হবে। তন্মধ্যে সার্ভে যন্ত্রপাতি ADCP, ইকো সাউন্ডার, RTK GPS, টোটাল স্টেশন, আল্ট্রাসনিক ওয়াটার লেভেল সেন্সর, প্রভৃতি রয়েছে। ইতিমধ্যেই ই-জিপি দরপত্রের মাধ্যমে উক্ত যন্ত্রপাতিগুলি ক্রয়ের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। RTK GPSটি ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান নগই-র স্টোরে সরবরাহ করেছে। বাকি যন্ত্রপাতিসমূহ অতি শীঘ্রই সরবরাহ করা হবে। যন্ত্রপাতিসমূহ সরবরাহ করা হলে নগই-তে একটি সার্ভে ইউনিট স্থাপন করা হবে। |
| ৬। | নামঃ অটোমেটিক লেজার পার্টিকেল সাইজ এনালাইজার স্থাপন।<br>বিস্তারিতঃ নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এর জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তরের মৃত্তিকা বলবিদ্যা বিভাগ ও পলল বিভাগ মাটি ও পলল নমুনার পার্টিকেল সাইজ নির্নয় করে থাকে। পার্টিকেল সাইজ নির্নয়ের জন্য হাইড্রোমিটার ও সিভ এনালাইসিস পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। উক্ত পদ্ধতিতে প্রথমে মাটি ও পলল নমুনা ওভেনে শুকিয়ে ডিসপার্সিং রিয়েজেন্ট দিয়ে শুকনো মাটি সারা রাত ভিজিয়ে রাখা হয়। পরের দিন উক্ত নমুনার ২৪ ঘন্টা ব্যপী হাইড্রোমিটার টেস্ট সম্পন্ন করা হয় এবং টেস্টের পর ২০০ নম্বর সিভ দিয়ে ছেকে উক্ত নমুনার বাকী অংশ ওভেনে শুকিয়ে সিভ এনালাইসিস করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত ডাটা প্রসেস করে গ্রাফ প্রস্তুত করা হয়। পুরো প্রসেসটাই ম্যানুয়াল। এই পদ্ধতিতে পার্টিকেল সাইজ নির্নয় করার জন্য কমপক্ষে ১০০গ্রাম শুকনো নমুনার প্রয়োজন হয়। এতে প্রতিটা টেস্টে প্রায় তিন দিন সময় লাগে এবং প্রতি টেস্টের জন্য একজন টেকনিশিয়ান | সময়ঃ ৩ দিন<br>মূল্যঃ ৩৮২৫ টাকা<br>ভিজিটঃ ১ জন (প্রতি টেস্টে)<br><br>প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিঃ সিভ শেকার, সিভ সেট, হাইড্রোমিটার, সিলিন্ডার, ওভেন, প্রভৃতি। | সময়ঃ ৫ মিনিট<br>মূল্যঃ ৩০০০ টাকা<br>ভিজিটঃ ১ জন (শতাধিক টেস্টে)<br>প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিঃ লেজার পার্টিকেল সাইজ এনালাইজার। | নগই-র উন্নয়ন প্রকল্প “IDCB-2” এর আওতায় ই-জিপি দরপত্রের মাধ্যমে লেজার পার্টিকেল সাইজ এনালাইজার ক্রয়ের কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে এবং অতি শীঘ্রই তা ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহ করা হবে। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | প্রয়োজন হয়। অটোমেটিক লেজার পার্টিকেল সাইজ এনালাইজার স্থাপনের ফলে খুবই অল্প পরিমাণ নমুনা (<৫গ্রাম) এর পার্টিকেল সাইজ নির্নয় করা যাবে। অটোমেটিক হওয়ার ফলে ম্যানুয়াল এরর এর সম্ভাবনা নেই। প্রতিটা নমুনার পার্টিকেল সাইজ মাত্র একজন অফিসার/টেকনিশিয়ান দ্বারা মাত্র ৫মিনিটের মধ্যে সম্পন্ন করা যাবে এবং সাথে সাথেই গ্রাফসহ রেজাল্ট পাওয়া যাবে, ফলে গ্রাফের জন্য অন্য কোন সফটওয়্যার প্রয়োজন হবে না। এই পদ্ধতিতে একদিনে শতাধিক নমুনার নির্ভুল পরীক্ষণ সম্পন্ন করা যাবে। ওয়েট এবং ড্রাই, দুই ইউনিট থাকার ফলে নমুনাকে শুকানোর প্রয়োজন পড়বেনা। এই পদ্ধতিতে ন্যানো স্কেলে পার্টিকেল সাইজ নির্নয় করাও সম্ভব হবে। এর ফলে শুধু মৃত্তিকা বা পলল নমুনা নয়, বরং যেকোন ধরণের নমুনার পার্টিকেল সাইজ সহজে ও নির্ভুলভাবে নির্নয় করার ফলে বিভিন্ন ধরণের গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত হবে। | | | |
| ৭। | নামঃ বোরিং রিগ ইউনিট স্থাপন।<br>বিস্তারিতঃ সয়েল বোরিং রিগ বিভিন্ন যায়গার সয়েল স্যাম্পল কালেকশনের জন্য ব্যবহৃত হয়। নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট-এ এতদিন বোরিং রিগ না থাকার ফলে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে সয়েল স্যাম্পল কালেকশন করা হয়। আউটসোর্সিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য অনেক সময়ের প্রয়োজন হয় এবং ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের প্রয়োজন হয়। এর ফলে নির্দিষ্ট সময়ে কার্যসম্পাদনের জন্য বেগ পেতে হয় এবং চাহিদা মোতাবেক কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বোরিং রিগ ইউনিট স্থাপনের ফলে নিজস্ব জনবল দিয়ে দেশের যেকোন প্রান্তে সয়েল স্যাম্পল কালেকশন ও কালেকশনের সময় বিভিন্ন ধরণের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের সক্ষমতা তৈরি হবে। এঁর ফলে আউটসোর্সিং প্রসেসিং সময় লাগছেনা, ঠিকাদারের লাভ দিতে হবেনা এবং গবেষণার চাহিদা মোতাবেক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা যাবে। উপরন্তু বিভিন্ন সরকারি ও অসরকারি প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক কনসালটেন্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা তৈরি হবে এবং এ থেকে আয়ের পথ সুগম হবে। | সময়ঃ আউটসোর্সিং এর ক্রয় প্রক্রিয়া কমপক্ষে ১৫ দিন।<br>মূল্যঃ ১৫০০০ টাকা<br>ভিজিটঃ ২ জন (প্রতি নমুনা সংগ্রহে)<br>যন্ত্রপাতিঃ | সময়ঃ আউটসোর্সিং এর ক্রয় প্রক্রিয়া নেই।<br>মূল্যঃ ৫০০০ টাকা<br>ভিজিটঃ ৩ জন (প্রতি নমুনা সংগ্রহে)<br>যন্ত্রপাতিঃ | নগই-র উন্নয়ন প্রকল্প “IDCB-2” এর আওতায় ই-জিপি দরপত্রের মাধ্যমে হাইড্রলিক রোটারি বোরিং রিগ ক্রয়ের কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। প্রি-শিপমেন্ট ভিজিটের পর শীঘ্রই তা ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহ করা হবে। |
| ৮। | নামঃ অনলাইন জার্নাল<br>বিস্তারিতঃ নগই প্রতিবছর বৈজ্ঞানিক জার্নাল প্রকাশ করে থাকে। এই জার্নালের সমস্ত কাজ ম্যানুয়ালি করা হয়, ফলে খরচ ও সময় বেশি লাগে এবং মান কমে যায়। ম্যানুয়াল হার্ড কপি জার্নাল হওয়ার ফলে সারা বিশ্বের সাথে যোগাযোগবিহীন এবং ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টরহীন একটা জার্নালে পরিনত হয়েছে। জার্নালটিকে অনলাইন জার্নালে পরিনত করলে প্রকাশিত প্রবন্ধ | সময়ঃ ৬ মাস<br>মূল্যঃ ২০০০ টাকা<br>ভিজিটঃ<br>যন্ত্রপাতিঃ ম্যানুয়াল প্রকাশনার সকল কাগজপত্র ও উপকরণ। | সময়ঃ ২-৩ মাস<br>মূল্যঃ --- টাকা<br>ভিজিটঃ<br>যন্ত্রপাতিঃ নগই-র নিজস্ব সার্ভার, জার্নাল ওয়েবসাইট। | অনলাইন জার্নালের জন্য নগই-র ২জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি কোন পদ্ধতিতে অনলাইন জার্নাল প্রস্তুত করা যায় তাঁর সম্ভাব্যতা খতিয়ে দেখছে। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | সারা বিশ্বে দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে এবং এর মানও বৃদ্ধি পাবে। উপরন্তু জার্নালের প্রবন্ধ গ্রহণ, রিভিউ, পাবলিশ সবকিছুই অনলাইনের মাধ্যমে হওয়ার ফলে দ্রুত সময়ের মধ্যে তা প্রকাশ করা যাবে, এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানীদের দিয়ে এর প্রবন্ধসমূহ রিভিউ করার সম্ভাবনা তৈরি হবে, যার প্রভাব পুরো বাংলাদেশের পানি সেক্টরে পড়তে পারে। | | | এটুআই প্রকল্পের মাধ্যমে জার্নাল অনলাইন করা যায় কি না তাও বিবেচনা করা হচ্ছে। |
| ৯। | নামঃ নগই-র সিটিজেন চার্টার ডিজিটাল ডিসপ্লের মাধ্যমে প্রচার।<br>বিস্তারিতঃ নগই কি ধরণের প্রতিষ্ঠান এবং এর কার্যক্রম সম্পর্কে জনসাধারণ অনেকসময়ই দ্বিধাগ্রস্ত থাকেন। সরকারের নিয়ম মেনে নগই-র সিটিজেন চার্টার ওয়েবসাইট ও ব্যানার আকারে ডিসপ্লে করা হয়েছে। কিন্তু সবাই এই ব্যবস্থা থেকে জানতে পারছেনা। এই সমস্যার অধিকতর সমাধানের জন্য নগই-র সিটিজেন চার্টার ডিজিটাল ডিসপ্লের মাধ্যমে নগই-র প্রধান ফটকে প্রচার করলে আরও বেশি মানুষের দৃষ্টিগোচর হবে এবং রাস্তা থেকেই মানুষ এর কার্যক্রম সম্পর্কে অধিকতর ধারণা লাভ করবে। | সময়ঃ<br>মূল্যঃ<br>ভিজিটঃ ১ বার<br>যন্ত্রপাতিঃ | সময়ঃ<br>মূল্যঃ<br>ভিজিটঃ ১ বার<br>যন্ত্রপাতিঃ ডিজিটাল ডিসপ্লে। | ডিজিটাল ডিসপ্লে ক্রয়ের জন্য কোটেশন সংগ্রহ করা হয়েছে। অচিরেই মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে তা ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। |
| ১০। | নামঃ মৃত্তিকা পরীক্ষণের গ্রাফের জন্য সফটওয়্যার তৈরি।<br>বিস্তারিতঃ বিভিন্ন প্রকল্পের মৃত্তিকা নমুনার ট্রাইএক্সিয়াল শেয়ার টেস্ট এর মোর সার্কেল আঁকার জন্য ম্যানুয়াল প্রসেস অবলম্বন করা হয়। এতে এরর বেশি থাকে এবং সময় বেশি লাগে। একটি গ্রাফিং সফটওয়্যার তৈরি করলে এই সমস্যা থেকে উত্তরন সম্ভব। | সময়ঃ ৩০ মিনিট<br>মূল্যঃ<br>ভিজিটঃ ১ বার<br>যন্ত্রপাতিঃ | সময়ঃ ৫ মিনিট<br>মূল্যঃ<br>ভিজিটঃ ১ বার<br>যন্ত্রপাতিঃ গ্রাফ সফটওয়্যার। | সফটওয়্যার তৈরির জন্য নগই-র সহকারী প্রোগ্রামারকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তিনি সফটওয়্যার তৈরির ব্যাকবোন সফটওয়্যারসমূহ সংগ্রহ করেছেন এবং সফটওয়্যার তৈরির কাজ শুরু করেছেন। |
| ১১। | নামঃ অনলাইন ACR<br>বিস্তারিতঃ প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (ACR) দাখিল করা অত্যাবশ্যকীয়। কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় ACR যথাসময়ে দাখিল হয়না বা প্রতিবেদন ও প্রতিস্বাক্ষর হয়ে হেফজতকারী কর্তৃপক্ষের কাছে যথাসময়ে পৌঁছায় না। অনেক ক্ষেত্রে আবার ACR আটকে রাখার অভিযোগও রয়েছে। উপরন্তু ACR হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। এমতাবস্থায় অনলাইন ACR এর ব্যবস্থা করলে কে কবে দাখিল করলো, প্রতিবেদন দিলো ও প্রতিস্বাক্ষর দিলো তার রেকর্ড থাকবে। নির্ধারিত সময়ের সীমায় পৌঁছার আগেই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে সিস্টেম কয়েকবার অটো নোটিফিকেশন পাঠাবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কেউ ACR এ প্রতিবেদন না দিলে তাহা অটোমেটিক সর্বোচ্চ নাম্বারের সহিত প্রতিস্বাক্ষরের জন্য চলে যাবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিস্বাক্ষর না | সময়ঃ ৩ মাস<br>মূল্যঃ<br>ভিজিটঃ ১ বার<br>যন্ত্রপাতিঃ ACR ফরম। | সময়ঃ ৩ মাস<br>মূল্যঃ<br>ভিজিটঃ ০ বার<br>যন্ত্রপাতিঃ নগই-র নিজস্ব সার্ভার, ওয়েববেইজড সফটওয়্যার ও ডোমেইন। | অনলাইন ACR তৈরির প্রাথমিক সম্ভাব্যতা যাচাই করা হচ্ছে। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | করলে তা সর্বোচ্চ নাম্বার নিয়ে হেফজতকারীর অনলাইন একাউন্টে চলে যাবে। ফলে আটকে রাখার বিষয়টি থাকবেনা। রাস্তায় বা হেফজতকারীর অফিস থেকে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকবেনা। প্রয়োজনের সময় এই ACR সমূহ অনলাইনের মাধ্যমে বা প্রিন্ট করে ব্যবহার করা যাবে। | | | |
| ১২। | নামঃ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ডিজিটাল ডাটাবেজ।<br>বিস্তারিতঃ ডিজিটাল ডাটাবেজ একটি অফিসের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন ধরণের অফিস ম্যানেজমেন্টে এই ডাটাবেজ কার্যকর। একজন কর্মকর্তা/কর্মচারীর হার্ড কপি-র নথি ব্যবস্থাপনার চেয়ে ডিজিটাল ডাটাবেজে তথ্য সংরক্ষণ অনেকাংশে নিরাপদ। এর মাধ্যমে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সকল কার্যক্রম এক নজরে খুব সহজে সম্পাদন করা সম্ভব। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সকল তথ্য এখানে থাকায় আনুতোষিকের সময় কোন কাগজপত্র চাওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। এছাড়াও আরও বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে। | সময়ঃ<br>মূল্যঃ<br>ভিজিটঃ<br>যন্ত্রপাতিঃ হার্ডকপি-র নথি। | সময়ঃ<br>মূল্যঃ<br>ভিজিটঃ<br>যন্ত্রপাতিঃ নগই-র নিজস্ব সার্ভার ও ওয়েববেইজড সফটওয়্যার ও ডোমেইন। | ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরির জন্য নগই-র সহকারী প্রোগ্রামারকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তিনি কার্যক্রম শুরু করেছেন। |
| ১৩। | নামঃ E-archive<br>বিস্তারিতঃ বিভিন্ন ধরণের অফিস আদেশ, পরিপত্র, বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদির একটি আর্কাইভ করা গুরুত্বপূর্ণ। হার্ড কপির এসব কাগজ সবসময় পাওয়া যায়না। ডিজিটালি আর্কাইভ করা হলে সহজেই কেউ একজন তা পেয়ে যাবেন এবং স্বল্পতম সময়ের মধ্যে তার কাজ সম্পাদন করতে পারবেন। এর মাধ্যমে অফিস পরিচালনার সময় সাশ্রয় হবে। | সময়ঃ<br>মূল্যঃ<br>ভিজিটঃ<br>যন্ত্রপাতিঃ হার্ডকপি-র নথি। | সময়ঃ<br>মূল্যঃ<br>ভিজিটঃ<br>যন্ত্রপাতিঃ নগই-র নিজস্ব সার্ভার ও ওয়েববেইজড সফটওয়্যার ও ডোমেইন। | |
| ১৪। | নামঃ সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট<br>বিস্তারিতঃ নগই-র ক্যাম্পাসে অফিসের পাশাপাশি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য দুইটি আলাদা আবাসিক কোয়ার্টার রয়েছে। দুই কোয়ার্টার ও অফিসের প্রাত্যিহিক বর্জ্য পৌরসভা কর্তৃক কিছুদিন পরপর অপসারিত হয়। আলাদাভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা না থাকার ফলে সব ধরণের কঠিন বর্জ্যই একসাথে রাখা হয় ও পৌরসভাও একই ভাবে অপসারণ করে। ভিন্ন ধরণের বর্জ্য ভিন্ন ডাস্টবিনে রাখলে তা আলাদাভাবে প্রক্রিয়া করা সম্ভব হবে এবং প্রয়োজনে যেসব বর্জ্য রিসাইক্লিং করা সম্ভব তা রিসাইক্লিং করে পরিবেশের উপর চাপ কমানো যাবে ও পরিবেশ সংরক্ষণে অবদান রাখা সম্ভব হবে। | সময়ঃ<br>মূল্যঃ<br>ভিজিটঃ<br>যন্ত্রপাতিঃ একটি ডাস্টবিন। | সময়ঃ<br>মূল্যঃ<br>ভিজিটঃ<br>যন্ত্রপাতিঃ বিভিন্ন রকমের ডাস্টবিন। | সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান তৈরির জন্য জনাব উমা সাহা, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি কার্যক্রম শুরু করেছেন। |